রং আর কাটের চমক

সম্প্রতি বাইপাসের কাছে একটি শপিং মলের জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে আয়োজন করা হয়েছিল একটি ফ্যাশন শো-এর। ডিজাইনার পোশাক পরে মার্জার সরণিতে হাঁটলেন শহরের ছ'জন নামী মডেল। ঘুরে দেখলেন গার্গী ভট্টাচার্য

র‍্যাম্প শো-এ মডেলরা

গান গাইলেন শিলাজিৎ

সদ্য ফ্যাশনের দুনিয়ায় পা রাখা ডিজাইনার অমলিন দত্ত পোশাকের ফ্যাব্রিক, কাট, ডিজাইন, সব কিছু নিয়েই আলাদা আলাদা করে চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর পোশাকে আদ্যোপান্ত আরবান টাচ। অমলিনের পোশাকগুলি মূলত সাদা, লাল, প্যাস্টেল সবুজ, ও কালো এই চারটি রঙের উপর তৈরি হয়েছে। তবে এই বেস রংগুলির উপর যোগ করা হয়েছে আরও রং, যেমন সাদার সঙ্গে নীল, সবুজ বা প্যাস্টেল সবুজের সঙ্গে মেশানো হয়েছে ধূসর রং। পোশাকে মূলত ইন্দো ওয়েস্টার্ন একটা প্রভাব থাকলেও এই ডিজাইনার, তাঁর সমস্ত পোশাকের জন্যই বেছে নিয়েছেন একান্তই দেশীয় ফ্যাব্রিক। বেনারস ফ্যাব্রিক, বা ব্রোকেডের মতো ফ্যাব্রিকের সঙ্গে মিশিয়েছেন, বিষ্ণুপুরের গরদ। ফ্যাব্রিকের এই অভিনব মিশেলের ফলে এমনিতেই পোশাকগুলিতে যোগ হয়েছে বেশ একটা ঝকঝকে ভাব। তবে তাতে আভিজাত্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রতিটি পোশাকই ওয়েল ফিটেড। কারণ যে কোনও অনুষ্ঠানেই ওয়েল ফিটেড পোশাকে একজনকে যেমন অভিজাত দেখায়, তেমনই তাঁর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। ডিজাইনার তাই পোশাকের কাটের উপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইভনিং গাউন ছাড়া, বাকি সমস্ত পোশাকই পুরো দস্তুর পুরো হাতার এবং হাইনেক। তবে কোনও কোনও পোশাকের হাতায় নেট যোগ করে একটা চমক আনার চেষ্টা হয়েছে। নি-লেংথ পোশাকগুলির স্লিটের ব্যবহার নজর কাড়ে। নজর কাড়ে পাইপিং-এর ব্যবহারও। নি-লেংথ পোশাকগুলি যেমন এমনি ড্রেস হিসেবেও পরা যায়, তেমনই পরা যায়, ডেনিম, ফিটেড ট্রাউজার বা পালাজো প্যান্টসের সঙ্গেও। জ্যাকেট গুলিও পুরো দস্তুর ফর্ম্যাল। এগুলি কোনও ওয়েস্টার্ন বটম ওয়্যারের সঙ্গে পরতে পারেন। আবার একটু লং স্কার্ট, এমনকী শাড়ির সঙ্গেও দারুণ মানাবে। তবে যে পোশাকই টিম-আপ করুন না কেন, সেগুলি যেন একরঙা হয়।

সৌজন্য: মনি স্কোয়্যার মল